-----(চিন্তা ও উদ্যোগ)-----

আশরাফ আলী

পিছনে ফেলে আসা মাতৃভূমির কল্যাণের কথা ভেবে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী ১৯৮৮ সনে তৈরী করে বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ - বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, সংক্ষেপে বিডিআই (BDI)। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটি পেনসেলভেনিয়া স্টেটে রেজিস্ট্রি করা হয়। পরে ১৯৯৭-১৯৯৮ সনে ওয়াশিংটন স্টেটে বিডিআই-এর আরেকটি শাখা খোলা হয়। বিডিআই মূলতঃ একটি প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান। আগ্রহী পাঠকগণ বিডিআই-এর ওয়েব-সাইট (www.bdiusa.org) থেকে এর কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

১৯৯৩ সন থেকে বিডিআই 'চিন্তা ও উদ্যোগ' (থট্স্ এণ্ড ইনিশিয়েটিভ, সংক্ষেপে টিএণ্ডআই) নামে একটি বার্ষিক জার্নাল প্রকাশ শুরু করে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত টিএণ্ডআই-এর মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭ সনে বিডিআই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। তবে ১৯৯৯ সন থেকে বিডিআই 'জার্নাল অব বাংলাদেশ স্টাডিস' বা জেবিএস নামের একটি প্রফেশানাল জার্নাল প্রকাশ শুরু করে। এই জার্নালটি বছরে দুইবার প্রকাশিত হয়। জেবিএস জার্নালে লেখা পাঠানোর নিয়ম-কানুন বিডিআই-এর ওয়েব-সাইট থেকে পাওয়া যাবে।

টিএণ্ডআই-এর প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোতে মোটামুটি তিনটি অংশ থাকতো। এক অংশে থাকতো বিডিআই-এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিমালা ও তদ্সম্পর্কিত উদ্যোগের বর্ণনা। আরেক ভাগে থাকতো বিডিআই-এর নানাবিধ কার্য-কলাপ সম্পর্কিত খবরাখবর। জার্নালের শেষ ভাগে থাকতো উন্নয়ন বিষয়ক নানা ধরণের গবেষণামূলক প্রবন্ধ। টিএণ্ডআই-এর বিতরণ ছিল সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন শো কপি বিডিআই-এর সমর্থক ও পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। ফলে বিডিআই-এর উন্নয়ন সম্পর্কিত মতাদর্শ ও উদ্যোগের খবরাখবর বৃহত্তর জনমণ্ডলীর সামনে পেশ করার তেমন সুযোগ হয়নি।

টিএণ্ডআই-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও কিছু কিছু লেখা নিঃসন্দেহে আজও প্রাসঙ্গিক। এই লেখাগুলোতে উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অত্যাবশ্যকীয় নীতিনির্ধারণী বক্তব্য ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত লেখাতে ধারণকৃত ধ্যান-ধারণার গুরুত্ব অপরিসীম। সে-কারণে টিএণ্ডআই-এর কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক লেখার ছায়াবলম্বনে এখানে কয়েকটি নিবন্ধ আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। আশা করি নিবন্ধগুলি আপনাদের ভাল লাগবে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।